এমকেজির
নিবেদন
উত্তর পুরুষ
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

এমকেজি প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

উত্তরপুরুষ

চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা : সুনীল বসু মল্লিক

পরিচালনা ০ চিত্রকর ০ কাহিনী ও সংলাপ : অজিত গাঙ্গুলী * সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় * গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত * চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ * শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ * সম্পাদনা : রবীন দাস * পুনশব্দর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী বহির্দৃশ্যশব্দগ্রহণ : অবনী চ্যাটার্জী, অনিল দাসগুপ্ত * শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খান্ রূপসজ্জায় : বসির আহ্‌মেদ, মুন্সীরাম শর্মা * সাজ-সজ্জায় : কানাই দাস পটশিল্পে : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল * স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ কর্মসচিব : সমর ঘোষ * ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় * আলোক-নিয়ন্ত্রণে : ৺জগন্নাথ ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্তী, ধনেশ্বর, অমূল্য, নব, হট, রাম * দৃশ্যপট-নির্ম্মাণে : কেবল শর্মা, আক্কেল, দাসু, পাঁচু, গৌরাঙ্গ, নিশামণি, গৌরী, ধ্রুব, নব, বঙ্কু, গোবিন্দ।

প্রচার-পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল * প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি

• সহকারিগণ •

পরিচালনায় : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ০ ধ্রুব দাস ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : শৈলেন রায় ॥ চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস ০ বৃন্দাবন ॥ শব্দযন্ত্রে : মনোরঞ্জন মুখার্জী ০ হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা ০ শঙ্কর গুহ ॥ সম্পাদনা : সুনীল ব্যানার্জী ॥ শিল্প-নির্দেশনা : শচীন মুখার্জী ০ অনিল পাইন ॥ ব্যবস্থাপনা : সুশীল দাস

পুনশব্দযোজনা : বলরাম বারুই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীবলাই চাঁদ বিশ্বাস ০ শ্রীমুরলীধর কনোই ০ ডাঃ পি, কে, রায়চৌধুরী কেমিকো ফার্মেসী ০ বিহার রাজ্য সরকার।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

মুদ্রণে : কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া।

• রূপায়ণে •

বসন্ত চৌধুরী * অনুপকুমার * বিকাশ রায় * সন্ধ্যা রায় * অনুভা গুপ্তা * গীতা দে * শমিতা বিশ্বাস * শিখা ভট্টাচার্য্য * তরুণকুমার * রবি ঘোষ * বঙ্কিম ঘোষ * অমর মল্লিক * মিহির ভট্টাচার্য্য * নৃপতি চ্যাটার্জী * শিশির বটব্যাল লক্ষ্মী অধিকারী * অতি দাস * মণি শ্রীমানী * পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য * অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য * হীরালাল কুণ্ডু * শৈলেন গাঙ্গুলী * সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় * সমর ঘোষ অমর দত্ত * ভোলা কয়াল * ভবতোষ * বিশু চক্রবর্তী * সুবল দত্ত গোপাল রুদ্র

একমাত্র পরিবেশক • চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

সত্য-র মাকে নন্দ একদিন আশ্রয় দিয়েছিল বোনের মর্য্যাদায়। আপন মামা নয় তবু নন্দ-মিস্ত্রীর সংসারে আপন-ভোলা সত্যর ভালই কাটত, কিন্তু মামার বাক্যযন্ত্রণা থেকে সে অব্যাহতি পায় না। নন্দ-মিস্ত্রী অবশ্য তাকে যথেষ্টই স্নেহ করে।

নন্দ-মিস্ত্রীর কারখানার ডাক্তার অনিল রায়কে সত্য ধরে বসল একটি চাকরীর জন্যে। ডাক্তার তাঁর বন্ধু ও কারখানার মালিক শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ীতে বহাল করে দিলেন বেয়ারার কাজে। টিনের একটি সুটকেস আর ফ্রেমে-বাঁধানো মায়ের একটি ছবি হ'ল সত্যর যা কিছু সম্পত্তি।

বিরাট বাড়ী শঙ্কর চৌধুরীর, অনেক চাকর-বেয়ারা—তার মধ্যে রাজেন ভয়ঙ্কর ঈর্ষাপরায়ণ। প্রথম দিনের কাজেই সত্য সাহেবের কাছে সৎ বলে পরিচিতি পায়। ফলে রাজেন ঈর্ষায় আরও জ্বলে ওঠে। লেখা-পড়া না জানার দরুণ সত্যর সম্বন্ধে

শঙ্কর চৌধুরীর স্ত্রী মীরা অসন্তুষ্ট হন। চৌধুরী সাহেবের ড্রাইভার জীবনের কলেজে পড়া মেয়ে গৌরীর কাছে সত্যকে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যাপারে হেড্-বেয়ারা ভিখন সাহায্য করে।

অর্থ-সম্মান যশ কিছুরই অভাব নেই শঙ্কর চৌধুরীর, তবু তিনি যেন কেমন নিস্পৃহ। এমনকি স্ত্রীর কাছ থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। অসুখী মীরা মেতে থাকেন পার্টি, অনুষ্ঠান আর টেনিস-খেলার হৈ-চৈ-এর মধ্যে।

রাজেন একদিন সত্যর মায়ের ছবিটি বাইরে ফেলে দেয়। সেই রাগে সত্য যখন চাকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই সময় গেটের সামনে দেখা হয় ডাক্তার অনিল রায়ের। সত্যর হাতে ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটি দেখে চমকে ওঠেন ডাক্তার। এযে শ্রীমতীর ছবি! শ্রীমতীর ছেলে সত্য! সত্যকে আটকে ফেলেন ডাক্তার। চাকরী ছেড়ে চলে যেতে দেন না।

বাবার অসম্মতি সত্ত্বেও জমিদার পুত্র শঙ্কর যেদিন এই শ্রীমতীকে বিয়ে করেছিল তখন শ্রীমতীর প্রতি নিজের মনের সমস্ত দুর্বলতাটুকু আরও সঙ্গোপনে লুকিয়ে ফেলেছিলেন ডাক্তার অনিল রায়।

শঙ্করের জমিদার-পিতা তাঁর অমতের এই বিবাহকে স্বীকার ত করেনইনি উপরন্তু পুত্রকে আটকে রেখে শ্রীমতীদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর অনিল রায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। শ্রীমতী তখন ছিল সন্তানসম্ভবা।

পরে অনেক অনুসন্ধান করেও শ্রীমতীর যখন কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তাঁরা মনে করলেন শ্রীমতী আর বেঁচে নেই। আগুন চৌধুরী পরিবারের আসন্ন উত্তরাধিকারী সমেত তার জননীকে গ্রাস করেছে। কিন্তু নন্দ-মিস্ত্রীর ঘরে শঙ্করের সন্তান সত্য-র জন্ম দিয়ে শ্রীমতী ইহলোক হ'তে বিদায় নিয়েছিল এই পরম আবিষ্কারের খবর প্রকাশ করবার পূর্ব্বে অত্যধিক উত্তেজনায় ও অতিরিক্ত মদ্যপানে ডাক্তার অনিল রায় পুরাতন বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা যান। বন্ধুহীন শঙ্কর আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। সংসার থেকে আরও বিচ্ছিন্ন।

বৃদ্ধ ভিখন অবসর গ্রহণ করার ফলে সত্যই এখন সাহেবের খাস বেয়ারা। রাজেনের আক্রোশ সেইজন্যে মরিয়া হয়ে সত্যকে অপদস্থ করবার ফিকির খুঁজে বেড়ায়। রোজ রাত্রে গৌরীর কাছে পড়তে যাওয়ার অছিলায় সত্যর সঙ্গে গৌরীর অবৈধ সম্পর্কের কথা রঙ চড়িয়ে মীরাকে জানায় রাজেন।

মীরা সত্যকে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করেন। অপমানে লজ্জায় নিরপরাধ সত্যর চোখে জল এসে যায়। গৌরীর কাছে সত্যর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। গৌরী এসব কিছু জানতে না পেরে সত্যর ওপর অভিমান করে থাকে।

বাবুর্চ্চির হাতের এক ঘেঁয়ে রান্নায় অরুচি ধরে গেছে শঙ্করের। সাহেবকে বাঙলা খানা খাওয়াতে সত্য জীবন ড্রাইভারের শরণাপন্ন হয়। গৌরী ভাত তরকারী সুক্তো রেঁধে দেয়। মীরার অনুপস্থিতিতে শঙ্কর পরিতৃপ্ত ভাবে আহার করে চলেন। এমন সময় মীরা সেখানে এসে পড়েন। রাগে দুঃখে ডিসগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন তিনি। সাহেবের খাস-বেয়ারার পদ থেকে চ্যুত হয় সত্য। রাজেন সেই স্থানে বহাল হন। শঙ্কর অসন্তুষ্ট হ'ন। অফিসের কাজে শঙ্করের রাঁচী যাওয়া স্থির হয়। এই সুযোগে শঙ্কর নেতারহাটে বেড়িয়ে আসবেন।

শঙ্কর যাবেন মোটরে। জীবনের সঙ্গে গৌরীও যাচ্ছে। আর যাচ্ছে রাজেন। কিন্তু

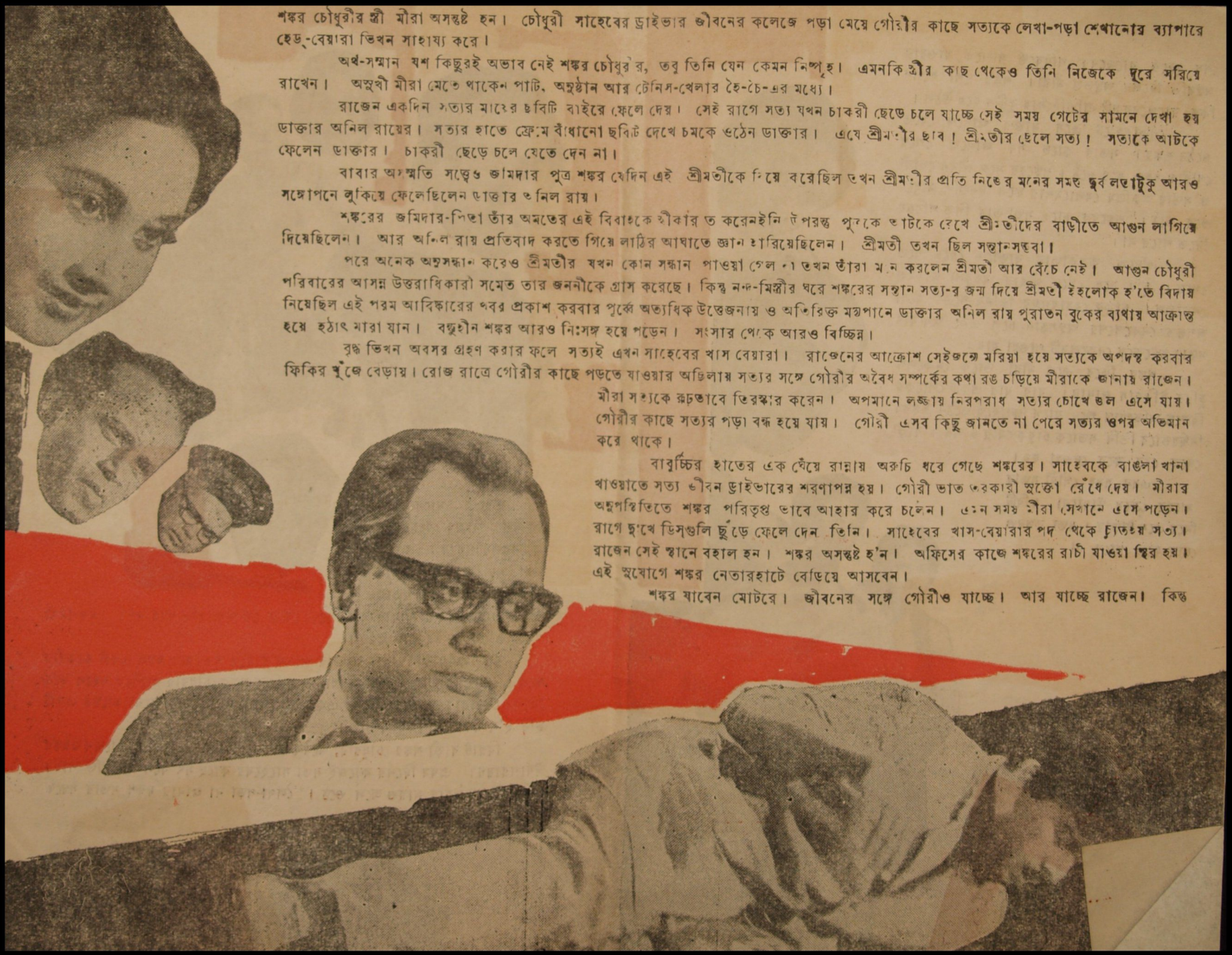

শেষ মুহূর্তে রাজেনের পরিবর্তে সত্যকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন অনুতপ্ত মীরা। শঙ্কর খুশী হলেন কিন্তু রাজেনের দৃষ্টি প্রতিহিংসায় কুটিল হয়ে উঠল।

নেতারহাটে এসে মুক্তির আনন্দে মেতে ওঠেন শঙ্কর। সত্যর কাছে সব জানতে পেরে গৌরীও সহজ হয়ে ওঠে। শঙ্করের সঙ্গে জীবন গৌরী ও সত্যর অকৃত্রিম মেলামেশার ফলে দিনগুলি মাধুর্যে ভরে ওঠে। শঙ্করের কাছে সত্য তার পিতৃ-পরিচয় দিতে পারে না।

এদিকে কলকাতার বাড়ীতে হৈচৈ পড়ে গেছে। চুরি হয়ে গেছে মীরার বহুমূল্য ডায়মণ্ড নেকলেশ। চাকর বেয়ারাদের জিনিষ-পত্রের মধ্যে অপহৃত নেকলেশের অনুসন্ধান চলে এবং অকস্মাৎ সত্যর সুটকেশে নেকলেশটি পাওয়া যায়।

শঙ্কর ফিরে এলে মীরা তাঁকে নেকলেশ চুরির ইতিহাস জানান। বার বার একটি লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শঙ্কর। নির্দ্দয়ভাবে তিনি সত্যকে চাবুক মেরে চলেন। বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এমন সময় গৌরী সত্যর মায়ের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সত্য কখনও চোর হতে পারে না

সঙ্গীত

(১)

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
তোমার মন মানে তো থাকবে সেথা
নইলে আসবে দ্রুত
যদি বল ব্রজে যেতে যমুনা পার কেমনে হইবে
তবে ব্রজগোপীর মন ভেলাতে পার হয়ে যাইবে

(২)

আমি সেই পথে যাই যার ঠিকানা নাই
বুঝি তারেই খুঁজি যার দেখা না পাই
তবু অকারণের খুসী চোখের আলোয়
যেন মিলিয়ে দিল কোন মন্দ ভালোয়
হঠাৎ কোন খেয়ালে অসময়ের ফাগুন
বলে জানিনারে কারে ফেরাতে চাই
আমার বেহিসাবের চলে যাওয়া সেদিন
আজ ধরবে ভাবে কোন সোনার হরিণ
তাই ফুলের হৃদয় সে যে গন্ধে ভোলায়
তাই পাখীর কুজন সে যে ছন্দে দোলায়
তার ডাকশুনে যে ওই ঝর্ণা অঝোর
বলে তোমার সুরে সুরে আমিও গাই।

(৩)

মোরগের ইংরাজী C - o - c - k—Cock
The cock crows মোরগ ডাকে
ভোর বেলা আসি আসি করছে যখন
The cock crows at dawn.
প্রতিদিন—
প্রতিদিন ডাক দিয়ে মোরগ বলে
আর ঘুম নয় উঠে পড়ো সকলে
হেলায় হারিও নাকো সোনার জীবন
The cock crows at dawn.
যেমন হয়েছে বড় আর পাঁচজন
তুমিও তো হতে পারো তাদের মতন
The cock crows at dawn
এই শুধু মনে রেখো হতে গেলে তাই
মন দিয়ে আগে লেখাপড়া শেখা চাই
তোমার দেবে যে দাম সবাই তখন
The cock crows at dawn.

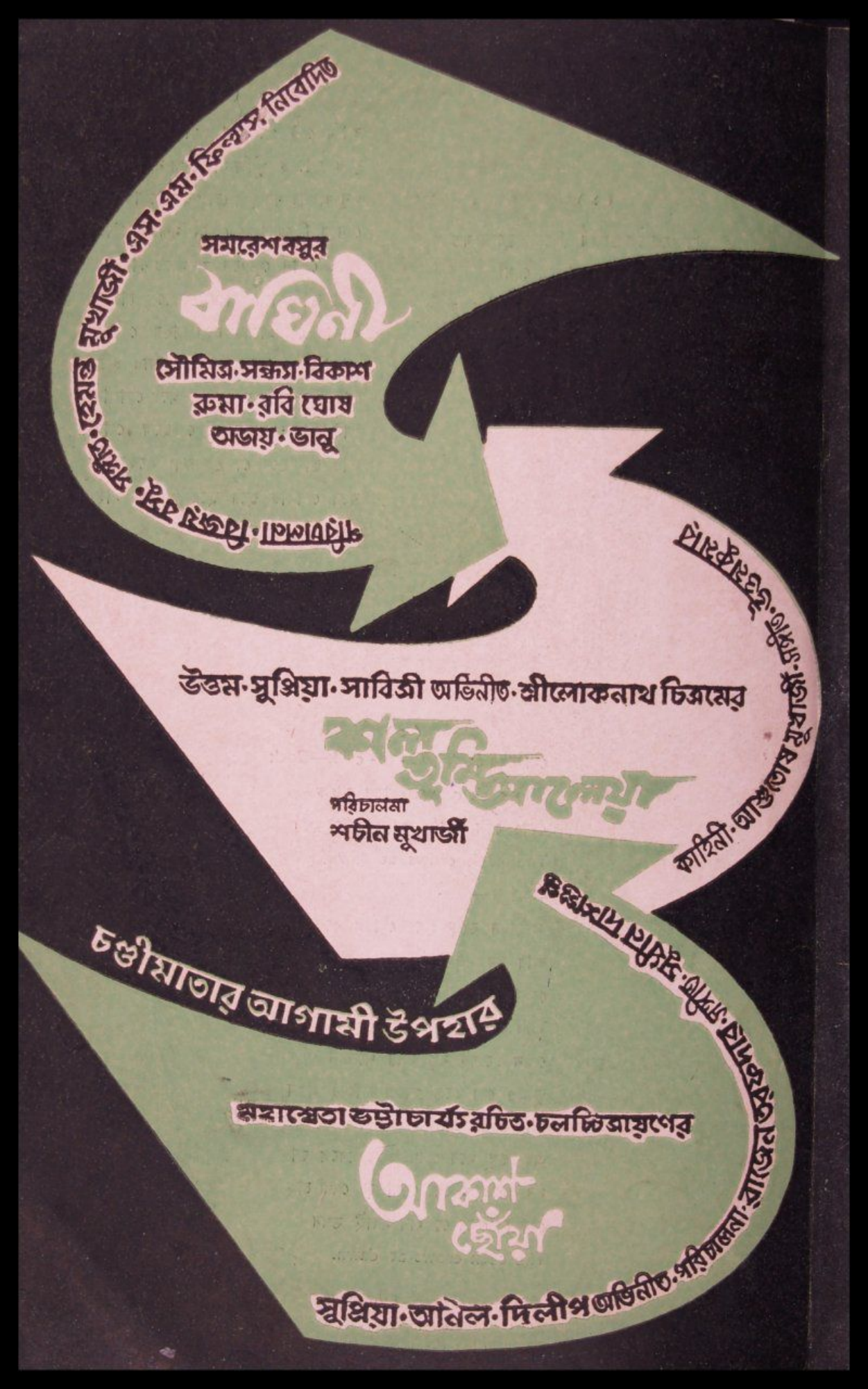

এস·এম·ফিল্মস নিবেদিত

সমরেশ বসুর

বাঘিনী

সৌমিত্র·সন্ধ্যা·বিকাশ
রুমা·রবি ঘোষ
অজয়·ভানু

পরিচালনা·বিজয় বসু·সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী

উত্তম·সুপ্রিয়া·সাবিত্রী অভিনীত·শ্রীলোকনাথ চিত্রমের

কাল তুমি আলেয়া

পরিচালনা
শচীন মুখার্জী

কাহিনী·আশুতোষ মুখার্জী·সঙ্গীত·উত্তমকুমার

চণ্ডীমাতার আগামী উপহার

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত·চলচ্চিত্রায়ণের

আকাশ ছোঁয়া

সুপ্রিয়া·অনিল·দিলীপ অভিনীত·পরিচালনা·রাজেন তরফদার·সঙ্গীত·সুধীন দাশগুপ্ত